দৈনিক
ইত্তেফাক

22 OCT 2016

জালিয়াতির অভিযোগে ঢাবির ১৩ ভর্তিচ্ছুকে দু'বছর করে কারাদণ্ড

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে 'ক' ইউনিটের অধীনে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল ডিভাইস দ্বারা জালিয়াতির চেষ্টা করায় ১৩ ভর্তিচ্ছুকে ২ বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রবীন্দ্র চাকমা। গতকাল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরের মোট ৮৭টি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে একটিসহ মোট ১১টি কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন - ইডেন মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে ইমরান খান সুজন ও সাবিয়া ইসলাম নওরীন, ঢাবি আইবিএ কেন্দ্র থেকে আল ইমরান, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ থেকে আকাশ খন্দকার, নিউ মডেল কলেজ থেকে জাহিদ হাসান, আইডিয়াল কলেজ থেকে তারিক চৌধুরী, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ থেকে অবণী রায়, বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে মাহমদুল হাসান তারেক, মতিঝিল আইডিয়াল কেন্দ্র থেকে সাদমান ইয়াছির, বাওয়ালি কলেজ থেকে আল আমিন, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ থেকে ইসতিয়াক আহমেদ ও জুলকার নাইন নির্ঝর, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সঞ্চিতা রানী।

দণ্ডপ্রাপ্ত ভর্তিচ্ছু ইসতিয়াক আহমেদ ইত্তেফাককে বলেন, সে সাড়ে ৩ লাখ টাকার বিনিময়ে এক বড় ভায়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। বড় ভাই ডিভাইসসহ ধরা পড়লেও কিছু হবেন না এবং পরীক্ষা পরিদর্শকসহ পরীক্ষা কেন্দ্র তার (বড় ভাই) নিয়ন্ত্রণে থাকবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সে রাজি হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জালিয়াতি করে ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করলে পরীক্ষা পরিদর্শকরা তাদের আটক করে।